প্রথম আলো

তারিখ ... 04 SEP 2015 ...
পৃষ্ঠা ... ২ ... কলাম ... ৬ ...

ভিসির পদত্যাগ দাবিতে শিক্ষকদের সঙ্গে ছাত্ররা

শাহজালাল বিশ্ববিদ্যালয়ে ৪৮ ঘণ্টার আল্টিমেটাম

■ হুমায়ূন রশিদ চৌধুরী, সিলেট অফিস

শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের (শাবিপ্রবি) উপাচার্য অধ্যাপক আমিনুল হক ভূঁইয়ার পদত্যাগ দাবিতে আন্দোলনরত শিক্ষকদের সঙ্গে যোগ দিয়েছে শিক্ষার্থীরা। গতকাল বৃহস্পতিবার প্রায় দুই শতাধিক শিক্ষার্থী মিছিল নিয়ে উপাচার্য ভবনের সামনে শিক্ষকদের প্রতীকী অনশনে গিয়ে তাদের দাবির সঙ্গে একাত্মতা পোষণ করেন। এসময় শিক্ষার্থীরা উপাচার্যের পদত্যাগের দাবিতে শ্লোগান দেন। উপাচার্যকে পদত্যাগে ৪৮ ঘণ্টা সময় বেঁধে দিয়েছে তাঁরা। শিক্ষার্থীরা ঘোষণা দিয়েছে, এ সময়ের মধ্যে তিনি স্বেচ্ছায় পদত্যাগ না করলে আগামী রবিবার থেকে কঠোর কর্মসূচি ঘোষণা করা হবে।

সকাল ৯টা থেকে দুপুর ১টা পর্যন্ত উপাচার্য ভবনের সামনে চলে এই প্রতীকী অনশন। পরে আন্দোলনকারী শিক্ষকদের শরবত পান করিয়ে অনশন ভাঙেন অধ্যাপক ড. মুহম্মদ জাফর ইকবাল ও বিশ্ববিদ্যালয়ের কোষাধ্যক্ষ অধ্যাপক ইলিয়াস উদ্দিন বিশ্বাস। কর্মসূচি শেষে আগামী রবিবার পূর্ণদিবস কর্মবিরতির ঘোষণা দেন 'মহান মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় উদ্বুদ্ধ শিক্ষক পরিষদের' আহ্বায়ক অধ্যাপক সৈয়দ সামসুল আলম।

এসময় অধ্যাপক সৈয়দ সামসুল আলম বলেন, আমাদের একটাই দাবি- উপাচার্যের অপসারণ। তাকে অপসারণ না করা পর্যন্ত আমরা আন্দোলন থেকে সরে দাঁড়াব না। পরবর্তীতে তার বিচারও করতে হবে। আশা করি- সরকার উপাচার্যকে আজকের মধ্যেই সরিয়ে নিবেন। তা না হলে আমরা আরো কঠোর কর্মসূচিতে যাব।

গত ৩০ আগস্ট আন্দোলনকারী শিক্ষকদের ওপর ছাত্রলীগের হামলার বিষয়টি উল্লেখ করে তিনি বলেন, আমরা ওই দিনের হামলার ঘটনার মূল হোতার পাশাপাশি যারা জড়িত তাদের সবার বিচার দাবি করছি। একই সাথে বিচার বিভাগীয় তদন্তের দাবিও করছি। অধ্যাপক সামসুল বলেন, উপাচার্য যতদিন পর্যন্ত না যাবেন আমাদের আন্দোলন চলবে।

প্রতীকী অনশন কর্মসূচিতে আরো উপস্থিত ছিলেন অধ্যাপক মোহাম্মদ ইউনুছ, অধ্যাপক ইয়াসমিন হক, অধ্যাপক আব্দুল গণি ও অধ্যাপক আনোয়ারুল ইসলাম প্রমুখ।

দফতর প্রধানদের কর্মবিরতি : শিক্ষকদের উপর হামলার প্রতিবাদে এবং জড়িতদের শাস্তির দাবিতে গতকাল সকাল ৯টা থেকে বেলা ১১টা পর্যন্ত কর্মবিরতি পালন করেছে বিশ্ববিদ্যালয় দফতর প্রধান ফোরাম। ফোরামের আহ্বায়ক আ ন ম জয়নাল আবেদিন বলেন, শিক্ষকদের উপর হামলার ঘটনার সুষ্ঠু তদন্ত ও দোষীদের শাস্তি দাবি করছি।

শিক্ষার্থীদের উস্কে দেয়া হয়েছে : উপাচার্য

ভিসি অধ্যাপক আমিনুল হক ভূঁইয়া দাবি করেছেন, শিক্ষকদের সঙ্গে আন্দোলনরত শিক্ষার্থীদের উস্কে দেয়া হয়েছে। তিনি বলেন, বিশ্ববিদ্যালয়ের ২৫টি বিভাগের মধ্যে দুই-একটি বিভাগের শিক্ষার্থীরা এ আন্দোলনে নেমেছে। গতকাল দুপুরে নিজ কার্যালয়ে সাংবাদিকদের সঙ্গে আলাপকালে তিনি আরো বলেন, এটা স্পষ্ট যে, বিশ্ববিদ্যালয়ের অনেক বিভাগের শিক্ষার্থীদের মধ্যে মাত্র দুই-একটি বিভাগের শিক্ষার্থীরা আন্দোলনে নেমেছে। তিনি আরো বলেন, শিক্ষার্থীরা কোথা থেকে এসে শিক্ষকদের পাশে এসে বসল? কি করে বসল? উনাদের

পৃষ্ঠা ২ কলাম ৩

ভিসির পদত্যাগ দাবিতে

২০ পৃষ্ঠার পর

সমর্থন ছাড়া কী ছাত্ররা এসে এভাবে শিক্ষকদের পাশে বসতে পারে? এটা একেবারেই ঠিক হয়নি। উপাচার্য বলেন, এর আগে জাফর ইকবালরাই বলেছেন, শিক্ষকদের আন্দোলনে ছাত্রদের সংশ্লিষ্ট করা ঠিক হয়নি। তাহলে আজকে উনারা এটা কি করলেন? আমি এটাকে নেতিবাচক হিসেবে দেখছি।

শাবি নিয়ে মন্তব্য করতে চাই না : অর্থমন্ত্রী

শিক্ষকদের উপর ছাত্রলীগের হামলা এবং বেশ কয়েক মাস ধরে চলা উপাচার্য বিরোধী আন্দোলন নিয়ে কোনো মন্তব্য করতে চান না বলে জানিয়েছেন অর্থমন্ত্রী আবুল মাল আবদুল মুহিত। তিনি বলেছেন, শাবি নিয়ে আমি কোনো মন্তব্য করতে চাই না। এটা নিয়ে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের মন্ত্রীই কথা বলবেন।

গতকাল বেলা আড়াইটার দিকে মহানগরীর রিকাবিবাজার-মিরের ময়দান সড়ক প্রশস্তকরণ কাজের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে সাংবাদিকদের এক প্রশ্নের জবাবে তিনি এ কথা বলেন।